Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, published on October 2024, Page No. 200 - 207
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 6.527, e ISSN : 2583 - 0848

অঞ্জলি লাহিড়ীর ‘বিলোরিস’ উপন্যাসে মানব পাচার : একটি বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা

ড. দেবযানী ভট্টাচার্য্য
অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, সংস্কৃত বিভাগ
এম. বি. বি. কলেজ, আগরতলা, ত্রিপুরা
Email ID : nityanandadas697@gmail.com

Received Date *21. 09. 2024*
Selection Date *17. 10. 2024*

Keyword
Helplessness, Loneliness, Human Trafficking, Victimization.

Abstract
Anjali Lahiri is one of the renowned literary figures belonging to Bengali language and literature. Through her writings, she tries to show issues related to humanism in particular and society at large. It would not be far wrong to consider her literary output as a mirror of society. The characters of her novels deal with the issues, crisis, protests and self-immolation of middle-class life. Isolation, loneliness and depression of the society came up again and again in her writings. The novel that deals with such issues is 'Biloris'. This paper seeks to analyze how the female protagonist of the novel got trapped in human trafficking and got victimized and whether she managed to escape from that situation or not. At the same time, this paper makes an attempt to highlight how the human trafficking is still prevalent in society and how it may destroy the very soul of a human being irrespective of gender.

Discussion

মানব পাচার বর্তমান সময়ে একটি আলোড়ন সৃষ্টিকারী বিষয়। আপাতদৃষ্টিতে মানব পাচার মানুষের এক ধরনের স্থানান্তর হলেও সংঘটিত ভাষায় এটি অভিবাসন নয়; অর্থনীতিতে Migration is a rational economic choice। কিন্তু মানব পাচারের মধ্যে লুকিয়ে আছে বেআইন এবং এটি মানুষের কোনো যৌক্তিক পছন্দের ফল নয়; এর মূলে রয়েছে একটা ব্যবসায়িক স্বার্থ- যাকে সঠিক অর্থে ব্যবসাও বলা যাবে না কারণ এই ব্যবসার কোনো অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক স্বীকৃতি নেই। মানব পাচার দ্রব্য-সামগ্রীর ব্যবসায়িক লাভজনক স্থানান্তরও নয় কারণ মানব পাচারের পরবর্তী পর্যায়ে রয়েছে শোষণ ও বঞ্চনার অমানবিক দিক। মানব পাচারে ২০০০ খ্রিস্টাব্দে রাষ্ট্রসঙ্ঘে মানব পাচারের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ, দমন ও শাস্তি বিধানের জন্য দলিলের যে খসড়া বেরিয়েছিল সেখানে বলা হয়েছে, -

> “শোষনের উদ্দেশ্যোই নিয়োগ, অপসারণ, বদল, ভয় দেখিয়ে বা শক্তি প্রয়োগ করে বা বলপূর্বক আশ্রয় করে রাখা; প্রতারণা বা জোর করে হরণ, ছলনা, বঞ্চনা, ক্ষমতার অপব্যবহার

OPEN ACCESS

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> বা আক্রমণাত্মক অবস্থা; অর্থের লেনদেন বা কোনো ব্যক্তির উপরে নিয়ন্ত্রণ কায়েম করে তার সম্মতি পূর্বক কাজ হাসিল করা। শোষণের মধ্যে আরও আসে ন্যূনতম প্রদান; যৌনবৃত্তি বা যেকোনো ধরনের যৌনশোষণ।" (Mondal, Yojana, February 2006)

২০০৬ খ্রিস্টাব্দে 'Trafficking in India' নামের এক সমীক্ষায় 'শক্তি বাহিনী' জানায় যে, ভারতের ৫৯৩টি জেলার মধ্যে ৩৭৮টি জেলার মানুষকে পাচার করা হয়। এর মধ্যে ১০% পাচার আন্তর্জাতিক ও বাকি ৯০% পাচার আন্তঃরাজ্যে। অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, পশ্চিমবঙ্গ, তামিলনাড়ু, রাজস্থান, আসাম, মেঘালয়, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রে আন্তঃরাজ্য ও আন্তঃজেলায় পাচারের হার সর্বাধিক। উত্তর-পূর্ব ভারতের রাজ্য ও সীমান্তবর্তী দেশগুলির মহিলা ও শিশু পাচার এক গম্ভীর সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। নারী ও শিশু পাচার বর্বর যুগের নিকৃষ্ট কাজ। এটা সত্যিই অমানবিক। এক্ষেত্রে নারী শিক্ষার প্রসার এবং সচেতনতা বাড়াতে হবে। কারণ যারা পাচারের শিকার হচ্ছে তারা বেশিরভাগই অশিক্ষিত।

ভারতবর্ষ তথা বঙ্গদেশে নারী শিক্ষার সূচনা হয় উনিশ শতকে। কিন্তু বই হাতে নিয়ে মেয়েদের স্কুলে যাওয়াটা বর্তমান সময়ের মতো এত সহজ ছিল না। সময়ের স্রোতের প্রবাহে সমাজ জীবন নিত্য পরিবর্তনশীল। কোনো একটি সমাজের প্রকৃষ্ট উন্নতি নির্ভর করে সেই সমাজের যথার্থ শিক্ষার উপর। সমাজ সর্বক্ষেত্রে নারীদের হেয় জ্ঞান করত। নারীরা শুধুমাত্র প্রজননের যন্ত্র এবং সাংসারিক কাজকর্মে লিপ্ত থাকবে, এমন ধারনা সে সময়ের পুরুষশাসিত সমাজের মধ্যে বদ্ধমূল ছিল। ভাবতে অবাক লাগে, ভারতীয় বৈদিক সমাজে প্রাচীনকালে নারীদের শিক্ষার একটা সুষ্ঠু ব্যবস্থা ছিল, বৈদিক ভারতে পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও বুদ্ধিজীবী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সেই ভারতবর্ষ নারীদেরকে শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করে পশ্চাৎ অপসরণে বাধ্য করেছিল। স্কুলে লেখাপড়া শিখলে মেয়েদের কপালে অকাল বৈধব্য আসে, এমনতর অসংখ্য কুসংস্কার প্রচলিত ছিল। যখনই মেয়েরা মাথা তুলে চারদিকে দৃষ্টিপাতের চেষ্টা করে, তখন পুরুষতান্ত্রিক সমাজ বলে,

> "ঘুমাও ঘুমাও ঐ দেখো নরক।"[১]

বৈদিক যুগে স্ত্রীরা যে উচ্চশিক্ষা লাভের অধিকারিনী ছিলেন, তার বিশিষ্ট প্রমাণ ঋগ্বেদের অনেক সুক্তে সুক্তে রচয়িত্রী হিসেবে তাঁদের নাম আজও জ্বলজ্বল করছে এবং সেজন্য তাঁদেরকে ঋষি বলে অভিহিত করা হয়। কিন্তু মধ্যযুগে এই নারীদের আবার অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়। উনিশ শতকে রাজা রামমোহন রায়, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রমূখ ব্যক্তি সমাজের সার্বিক প্রগতির জন্য এগিয়ে এসেছিলেন। তবুও বর্তমান সময়ের যেন নারীরা এই সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত থেকে গেছে। পাচ্ছে না উপযুক্ত সুযোগ সুবিধা। উত্তর-পূর্বাঞ্চলে বসবাস করেন বিভিন্ন জনজাতির মানুষ। অধিকাংশ পরিবারই দুস্থ, নিঃস্ব ও অসহায়। খেটে খেয়ে দিন পার করতে হয়, সেই অবস্থায় দাঁড়িয়ে সম্ভব কী চাকরি-বাকরি করা। এক্ষেত্রে একটাই উদ্দেশ্য নারী শিক্ষার প্রসার এবং সচেতনতা বাড়াতে হবে। আর তা কেবলমাত্র সাহিত্যর মাধ্যমেই সম্ভব।

নারী নির্যাতন, নারী পাচার প্রভৃতি বিষয় নিয়ে অনেক সাহিত্য, লেখক বিভিন্নভাবে তাঁদের সাহিত্যে লিখে গেছেন। তেমনি আমাদের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিশিষ্ট লেখিকা অঞ্জলি লাহিড়ী তাঁর 'বিলোরিস' উপন্যাসের পাতায় পাতায় নারী নির্যাতনের দিকগুলো রেখে গেছেন। তাই তিনি বললেন, -

> "সময়ের উজান ঠেলে খাসি জনজাতীয় গোষ্ঠীর যেসব মেয়ে সংস্কারমুক্ত নতুন সমাজ গড়ে তোলার কাজে ব্রতী সেইসব খাসি মেয়ের উদ্দেশে।"[২]

অঞ্জলি লাহিড়ীর প্রথম উপন্যাস 'বিলোরিস' এর উৎসর্গ অংশটি থেকে অনুমান করা যায় সমাজের গড্ডালিকা প্রবাহের বিপরীতে এক প্রত্যয়দীপ্ত উজান যাত্রার প্রতি লেখিকার ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা, উৎসর্গও করেছেন সাহসী মেয়েদের, যারা অন্যরকম করে কিছু নতুন পথের সৃষ্টি করতে চায়। উপন্যাসের বিলোরিস চরিত্রটি তেমনি এক খাসি মেয়ে।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বাংলা সাহিত্যে বিশেষ করে উত্তর-পূর্বের সাহিত্যে অঞ্জলি লাহিড়ী এক বাতিক্রমী নারী। ১৯২২ খ্রিস্টাব্দের ১১ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় অঞ্জলি লাহিড়ীর জন্ম এবং মৃত্যু ২০১৪। খ্রিস্টাব্দের ৪ই ডিসেম্বর তিনি ছিলেন ডাক্তার সুন্দরী মোহন দাসের নাতনি। পিতা প্রেমানন্দ দাস, মা সুবর্ণপ্রভা দাস। পাঁচ ভাইবোনের মধ্যে তিনি ছিলেন তৃতীয়। অঞ্জলি লাহিড়ী বি.এ. পাস করে যোগ দিলেন রাজনৈতিক দলে। উনার বাবা জাতীয়তাবাদী, মা সমন্বয়পন্থী, দাদা কংগ্রেসী, ভাই ফরওয়ার্ড ব্লক, আর তিন বোন বামপন্থী। তাঁর স্বামী এডভোকেট নিরেন্দ্র মোহন লাহিড়ী। অঞ্জলি দাস বিয়ের পর স্বামীর পদবী (লাহিড়ী) গ্রহণ করেন। বাংলা সাহিত্যে তিনি অঞ্জলি লাহিড়ী নামেই পরিচিত। তিনি রাজনৈতিক সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সিলেটের গ্রামে-গঞ্জে বা আসাম ভ্যালিতে ঘুরে পার্টির কাজ করতেন। তিনি ছিলেন অল আসাম গার্লস এসোসিয়েশনের সেক্রেটারি। আন্ডারগ্রাউণ্ড থেকে ধরা পড়ে জেলও খেটেছেন। ষাটের দশকের শুরুতে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে বর্জন করে তিনি শুরু করেন সমাজসেবার কাজ। দেশ-বিদেশ ভ্রমণ করেছেন অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে। দুর্গম পথে ট্রেকিং করার অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন, সঙ্গে জেনেছেন সেসব এলাকার জীবনযাত্রা। ভারতের প্রাচীন সভ্যতা থেকে মেক্সিকোর মায়া সভ্যতার ইতিহাস পর্যন্ত। তার জানার পরিধি ছিল অকল্পনীয়। আর শিলংয়ের মেয়ে হবার জন্য খাসি পাহাড়ে ছিল তাঁর অবাধ বিচরণ। তাদের সঙ্গে জীবনের অধিকাংশ সময় কাটিয়েছেন সুখে-দুঃখে, তাদের প্রাত্যহিক জীবনযাত্রা, সমাজ অনুশাসন বিধি তাঁর পরিচিত জগত। ছোটবেলা থেকেই খাসিয়াদের সঙ্গে তাঁর সুখ-দুঃখ, ভালোবাসার জীবনের গড়ে উঠার বয়সটা কাটিয়েছেন। তিনি চেয়েছিলেন তাদের সমাজের একজন হতে, কিন্তু অবাঞ্ছিত থেকে গেলেন। তবুও এই না নাছোড়বান্দা মহিলা খাসি হতেই চান। ফলশ্রুতি তাঁর প্রথম উপন্যাস 'বিলোরিস'।

'বিলোরিস' উপন্যাসের মূল কাহিনি আবর্তিত হয়েছে বিলোরিসকে ঘিরে।তার সঙ্গে সুমন্ত চৌধুরী ও রিটা বরুয়া। সম্পূর্ণ উপন্যাসের কাহিনীর সময়সীমা এগার বছর। সুমন্ত চৌধুরীর প্রথম পরিচয় যখন আমরা পাই, তখন তাঁর পঁচিশ বছরের উজান আসামের উজ্জ্বল্য, আর মৃত্যুতে থেমে যায় ছত্রিশ বছরের যৌবন। এখান থেকেই অনুমান করা যায় এই এগার বছরের কাহিনি পরিক্রমায় লেখিকা এক বাস্তব অভিজ্ঞতাসম্পন্ন উপলব্ধিকে বিশ্লেষণ করেছেন। আলোচ্য উপন্যাসে 'আমার কথা' অংশে লেখিকা বলেছেন, -

> "আজ থেকে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে দেখা যেত বহু শিক্ষিত বিবাহিত বাসীর একটি করে খাসি রক্ষিতা। তাদের সহজ, সরল প্রাণবন্ত ব্যবহার, অফুরন্ত পরিশ্রম করার ক্ষমতা এইসব লোককে আকৃষ্ট করত। তাদের পুত্রকন্যার জন্ম হতো, কিন্তু জাতপাতের বেড়াজাল ডিঙিয়ে এদের কখনো বিবাহিত স্ত্রীর মর্যাদা দেওয়ার সৎসাহস ছিল না ওই সব লোকদের, ঘরে থাকতো সামাজিক ভাবে বিবাহিত স্বামী স্ত্রীরা, যাদের পুত্র-কন্যারা সম্পত্তির অধিকারী হতো। এই সরল মানুষগুলো তখনো নিজেদের অধিকার নিয়ে বলতে শেখেনি ফলে দুদিনের সখারা কেটে পড়লে জীবনধারণের দায়দায়িত্ব এবং বোঝা এই মেয়েদের ঘাড়েই বর্তায়। খাসি সমাজের ধর্মীয় অনুশাসন শিথিল হওয়ার দরুন এইসব স্বেচ্ছাচারিতা আকছার ঘটত। পুত্রসন্তান মায়ের উপাধি নিয়ে সমাজে মিশে যেত।"[৩]

অঞ্জলি লাহিড়ী শিলং পিকের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে এমন গভীর ভালবাসতে না-পারলে বিলোরিসের মতো এমন সর্বাঙ্গসুন্দর উপন্যাস লেখা সম্ভব হতো না। অঞ্জলি লাহিড়ী বলেছেন -

> "কিছু কি বলতে পেরেছি? প্রকৃতির সন্তান এই সরল-নিষ্পাপ, হাস্যকৌতুক উজ্জ্বল মেয়েদের বুকের কথা, মনের কথা?"[৪]

পাঠকরা অবশ্যই বলবেন – পেরেছেন। ফার্মের অফিসার সুমন্ত চৌধুরী প্রেমের অভিনয় করে বিলোরিসকে উপহার দিয়েছিল লিলির মতো একটি সুন্দর শিশুর, তারও শেষ পরিণতি পরিণীতা পত্নীর ঘৃণা নিয়ে মৃত্যু। সুমন্ত বিলোরিসকে ছেড়ে গিয়ে বিয়ে করে পূর্বে প্রেমিকা রিটাকে। বিলোরিস চলে যায় শহরে বাবুর বাড়ি কাজ করতে। জুটে লাঞ্ছনা, অপমান আর চুরির

অপবাদ। সবশেষে পাঞ্জাবি ঠিকাদারের প্রলোভনে পড়ে চলে যায় দিল্লিতে। ঠাঁই হয় গণিকাপল্লীতে। সেখান থেকে বিষাক্ত জর্জরিত হয়ে চলে আসে তার নিজের জায়গায় শিলং-এ।

'বিলোরিস' উপন্যাসের পরিণতি অত্যন্ত নাটকীয়ভাবে হয়েছে। তার নিষ্পাপগত জীবনের শহরে বড় অফিসার সুমন্ত চৌধুরী নব বিবাহিতা পত্নী প্রমোদভ্রমণে বেরিয়ে শিলং পিকের রাস্তায় দুর্ঘটনার শিকার হয়ে পড়ে আছে বিলোরিসেরই ঘরের পাশে। বিলোরিস কন্যা লিলির মাথায় সুমন্তের অসাড় হাত তুলে দিয়ে বিলাপ করে,

> "চোখ খোলো সুমন্ত, তোমার মেয়েকে একটিবার তাকিয়ে দেখে নাও। তোমার মেয়ে, তুমি ওকে আশীর্বাদ করো।"[৫]

তারপর সুমন্ত চিরনিদ্রায় ঢলে পড়ে। এই বিষাদসিন্ধুর তুলনা পাওয়া কঠিন। তবু আকাশের মেঘ কাটে। শান্ত, বিনয় গোধুলি দিকচক্রবাক ছড়িয়ে পড়ে। লিরি মতো ভবিষ্যৎ প্রজন্ম মায়ের পথ ধরে চলবে না। তাদের কণ্ঠে থাকবে নতুন পথে চলার নতুন গান।

শিলং এর সবচেয়ে উঁচু জায়গাটি 'শিলং পিক', সেখান থেকে দেখা যায় নিচে সবুজ-নিলে ঘেরা শিল্পীর তুলিতে আঁকা শিলং শহর। শিলং গা বেয়ে উচ্ছ্বাসিত কল্পনার ফেনের রাশি ছড়াতে ছড়াতে ঝরে পড়ছে রুপালী জলরাশি, ক্ষীণকায় স্রোতস্বিনী জাসাই নদী। শিলং পিক দর্শনীয় স্থল, পর্যটকরা দূর-দূরান্ত থেকে দেখতে আসেন। চা, পান, গরম ধোঁয়া ওঠা লাল ভাত, শূকর, মুরগির মাংস ইত্যাদি নানা পসরা সাজিয়ে দ্রুতহাতে খদ্দের সামাল দেয় স্থানীয় খাসিয়া যুবতীরা, বিলোরিস তাদের মধ্যে অন্যতম। বিলোরিস সন্ধ্যার পর দোকান থেকে মাকে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে দোকান একাই চালায়। খাসি সমাজে মেয়েরাই সংসার চালায়। গ্রামের স্কুলে ক্লাস সিক্স পর্যন্ত পড়ার পর বাবা হঠাৎ মারা গেলেন; মাকে খুলতে হয়েছে এই দোকান। আর এই দোকানেই সুমন্ত চৌধুরীর সঙ্গে বিলোরিসের সাক্ষাৎ হয়। এলাহাবাদ কৃষি কলেজ থেকে পাস করে যোরহাট, দুলিয়াজান ওয়েল ফিল্ডের পর শিলং-এর সরকারি কৃষি সমবায়ের নতুন অফিসার।

সুমন্ত বিলোরিসের রুপ দেখে মুগ্ধ হয়ে যায়। সুমন্তের মনে ঘোরপাক খাচ্ছে একদিকে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের স্বাভাবিকতা অপরদিকে কৃত্রিমতায় অর্জিত সৌন্দর্য। একের স্বভাব সাবলীলতা, অন্যের স্বভাব সহিষ্ণুতা। বিলোরিস এত কিছু বুঝে না, কিন্তু সুমন্ত শিক্ষিত। চোখে ঠিক বুঝতে পেরেছে, -

> "সে নিজের সত্তা সচেতন নয়, আত্মসমর্পণের জন্যেই ব্যাকুল।"[৬]

তারপর আবার প্রেমিকা রিটার সম্পর্কেও সে ভাবতে থাকে, -

> "রিটা চিরকালের। সামাজিক মর্যাদায়, রুচিতে, আধুনিকতায় একে অন্যের পরিপুরক।"[৭]

তা সত্ত্বেও রিটাকে সে সম্পূর্ণরূপে বিশ্বাস করতে পারছে না। বার বার সুমন্তের হৃদয় বিলোরিসের আকর্ষিত হতে লাগলো।

কিছুদিনের মধ্যে সুমন্ত আর বিলোরিসের পারস্পরিক আকর্ষণ ও মিলনে সন্তানসম্ভাবনা দেখা দেয়। আসে বিয়ের প্রসঙ্গ। সুমন্ত বিলোরিসকে জানায়, -

> "এক্ষুনি বিয়ের কথা কেন বি? সবে তো মেলামেশা শুরু হয়েছে। বিয়ে করলেই সব ফুরিয়ে গেল। চাকরি-বাকরি, ছেলেপুলে, নানা দায়িত্ব-চিন্তায় আটকা পড়ে যেতে হবে। তখন কি এমনি স্বাধীনভাবে ঘুরে বেড়াতে পারবে? এমনি আনন্দ, এমনি উত্তেজনা কি আর থাকবে? এই তো বেশ দিন কাটছে...।"[৮]

সুমন্তের এ ধরণের কথায় ভেঙ্গে পরে বিলোরিস। বিলোরিস বলতে থাকে –

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "ওমা, সে কী কথা। ছেলেপুলে বোঝা হবে কেন? আমরা খাসিরা বাচ্চাকাচ্চা খুব ভালোবাসি। ছেলেমেয়ে ঘর আলো করে, কোল আলো করে ঘুড়ে বেড়াবে, ভাবতেই মনটা একেবারে ভরে উঠে। যত বেশি ছেলেমেয়ে হয়, আমাদের ততই ভালো লাগে।"[৯]

এখানে প্রেমের ভাব দেখিয়ে শহুরে বাবু সুমন্ত বিলোরিসকে ভোগ করেছে।

শহুরে শিক্ষিত সুমন্ত চৌধুরীর মধ্যে নাগরিক জীবনের বহুমাত্রিকতা, স্বরিবোধিতা ও আত্মদ্রোহের প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। প্রতিটি অঞ্চলভিত্তিক বাস্তবতা ও ভৌগোলিক বিন্যাসে মানুষের মানসিকতাও ভিন্ন ভিন্ন হয়। শৈলসুন্দরী শিলং এর কন্যা বিলোরিস অন্যদিকে সুমন্ত চৌধুরী ও রিটা বরুয়া দু'জনেই সমাজের উচ্চ শ্রেণীর প্রতিনিধি। বিলোরিস জীবনকে দেখার দীক্ষা সে পেয়েছে প্রকৃতির কাছে; সেখানে কোন স্বার্থপরতা নেই, লোভ-লালসার পাশবিকতা নেই। শৈলসুন্দর শিলং পিকের সূর্যাস্তে উড়ে যাওয়া মেঘের মতো তার মন উড়তে চায়, আর তখনই সুদূরের বার্তা নিয়ে বিলোরিসের জীবনে আসে সুমন্ত; ছারকার করে দেয় বিলোরিসের জীবন। বিলোরিস মনে করতে থাকে টৌকিন এর সেই সাবধানতা বাণী,

> "উডখার (বিদেশি) লোকগুলোকে বেশি আমল দিও না সুন্দরী, পরে বিপদে পড়তে পারো।"[১০]

যা হবার ভয় ছিল, তাই হল। সুমন্ত পলায়নবাদী মনোভাব থেকে সুমন্ত চাকরির বদলির জন্য অনুরোধ করে উপর মহলে। যাবার সময় বিলোরিসের জন্য একটি চিঠি রেখে যায়, তাতে লেখা আছে,

> "আমাকে ক্ষমা করো বি। টাকাটা দিয়ে তুমি হাসপাতালে গিয়ে বাচ্চাটা নষ্ট করিয়ে নিও। আমি আর একজন মেয়েকে বিয়ে করার কথা দিয়েছিলাম, সে কথা ফিরিয়ে নেওয়া আমার পক্ষে এখন আর সম্ভব নয়। তোমাদের দেবতার অরন্য নিশ্চয়ই আমাকে জাদু করেছিল, তাই নিজেকে ঠিক রাখতে পারিনি। আমাকে ক্ষমা করতে পারবে তো বিলোসির? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। শুভেচ্ছা রইল। সুমন্ত।"[১১]

উপন্যাসে সুমন্ত বিলোরিসকে বিপনকারী নারী হিসেবেই দেখে গেল। সে চা-ভাতের পসরা সাজায় বলে দেহ মনকেও পণ্য হিসেবে ব্যবহার, নিজেকে নিয়ে এভাবে বিপণন সামগ্রী সে তো ভাবতেই পারেনি। সুমন্তের অর্থ-অহংকার, তিন'শো টাকা টুকরো টুকরো করে শিলং পিকের কাছে ছড়িয়ে দিয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে বিলোরিস। জীবনের অভিজ্ঞতায় মা-টৌকিনদের কথাই সত্য হল। সে সন্তান সুমন্তের কাছে মনে হয়েছে দায়ভার, সেই ভারকেই সে জগতের আলো দেখাবে, সেই হবে তার শক্তির আলোয় উজ্জ্বল প্রতিস্পর্ধী শক্তি। কিছুদিন পরে এক কন্যা সন্তানের জন্ম দেয় বিলোরিস। সন্তানের নাম রাখে লিলি। গ্রামের মানুষ মুখ টিপে হাসলেও দিদিমা অর্থাৎ বিলোরিসের মা লিলিকে খুব ভালোবাসেন। মেয়েকে স্কুলের শিক্ষায় শিক্ষিত করার জন্য বিলোরিস শিলং শহরের লাসোমিয়ারে মুখার্জী সাহেবের বাড়িতে কাজ করতে আসে। কিন্তু সেখানে তার মন বসে না, একদিন বাজারে ফেলিমনের সঙ্গে দেখা হওয়াতে এক নতুন জীবনের সন্ধান দেয় তাকে। বেতন দ্বিগুণ করে সে মেয়েকে মায়ের কাছে রেখে চলে যায় দিল্লি।

যে মেয়ে কোনোদিন শিলং থেকে দূরে কোথাও যায়নি, সেই মেয়ে আজ চলেছে বিপুল অর্থের খোঁজে। কিন্তু সেখানে গিয়ে তাকে হতে হয়েছে বিপণের যাত্রী তার স্থান হয় দরিয়াগঞ্জের নিষিদ্ধ পল্লিতে। রূপ-যৌবন আর বয়সের ভিত্তিতে মূল্য স্থির করা হয় এই নারীদের। তার সঙ্গী সাথীদেরও তেমনি স্থান হয় বিভিন্ন নিষিদ্ধ পল্লিতে। লেখিকার ভাষায়-

> "বিলোরিস চালান হয় দরিয়াগঞ্জের আর একটি নিষিদ্ধ পল্লিতে। সে বোঝেনি। ভাবে এতদিনে বুঝি নতুন চাকরিতে বহাল হল। বয়স্ক দশাসই এক হিন্দুস্থানি মহিলা তাকে ভেতরে নিয়ে একটা ঘর দেখায়। চাপা ছাদের এক আধা অন্ধকার কুঠুরি, বিলোরিসের বুকখানা ছ্যাঁত করে ওঠে। এক চিলতে জানলার ফাঁক দিয়ে একটু আলো আসে। মহিলার গলা যেমন কর্কশ, ব্যবহারও তেমনি রুক্ষ। বিলোরিস ভাবে ইনিই বোধহয় তার নতুন মনিব। টাকার লোভে এ কোথায় এলাম? এর চেয়ে মুখার্জি সাহেবেরা অনেক ভালো ছিল, না বোঝা যায় ভাষা, না

OPEN ACCESS *Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)*
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

বোঝা যায় এর চালচলন। সন্ধ্যার পর নানা ধরনের মানুষের ভিড় হতে থাকে। একদিন ষণ্ডামার্কা একটা লোককে ঘরে ঢুকতে দিয়ে বলে, 'এখন থেকে এইসব লোককে আনন্দ দেওয়াই হবে তোর কাজ। এরা যা বলবে তাই করবি, কখনো 'না' বলবি না। ওদের খুশি করার পর যা পয়সা পাবি আমার হাতে দিবি আমি তোর খোরাকি দেব, যদি অবাধ্য হোস বা পালাবার চেষ্টা করিস, আমার লোক চারদিকে ছড়িয়ে আছে তারা ঠিক তোকে ধরে নিয়ে আসবে, তারপর তোর কী হাল হবে তা বুঝতেই পারছিস।' বিলোরিসের চোখের সামনে সব যেন অন্ধকার হয়ে যায়, সে বলে, 'আমাকে ছেড়ে দাও। আমি এইসব নোংরা কাজ করতে পারব না।' বুড়ি তার গালে সজোরে এক থাপ্পড় বসিয়ে দেয়, চিৎকার করে বলে, 'খবরদার, বেয়াদপি করবি না, তোদের সেই পাঞ্জাবি ঠিকাদার অনেক টাকা নিয়ে তোকে আমার কাছে বিক্রি করে দিয়েছে, এখন তোর পালাবার কোনো পথ নেই। তুই আমার গোলাম।' বিলোরিসের মাথা ঝিমঝিম করতে থাকে। সে মাটিতে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যায়। বুড়ি বিলোরিসের মাথায় খোকে জলের ঝাপটা দিতে থাকে। জ্ঞান ফিরে এলে বলে, 'এসব নকশা করতে হবে না। তোর মতো ওরকম অনেক মেয়েকে আমি ঠিক করেছি, তুই তো ছেলেমানুষ। একটা সস্তা দেশি মদের বোতল ধরিয়ে দিয়ে বলে, ঢাল, মেহমান লোককে খুশি কর। নিজের শরীর কমজোরি মনে হলে তুইও একটু খেয়ে নিতে পারিস।' তারপর বাইরে থেকে দরজায় খিল তুলে বুড়ি অদৃশ্য হয়ে যায়। বিলোরিস অনুভব করে একটা ক্লেদাক্ত নারকীয় মুষ্টি ধীরে ধীরে অক্টোপাসের বাঁধনে তার ক্ষীণ দেহটাকে বেষ্টন করে ফেলেছে। ঘৃণা? সে থুতু ছিটিয়ে দেয় মানুষটার গায়ে। গালে এক চড় কষিয়ে দেয়। মানুষটা নির্বিকার। তার পাশবিক শক্তি দিয়ে দৈহিক প্রয়োজন মিটিয়ে নেয় সে। বিশটা টাকা টেবিলে রেখে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে যায়। মাসি ঘরে খিল খুলে আবার তা বন্ধ করে দেয়। বিলোরিস দরজায় প্রচণ্ড লাথি মারতে থাকে। উন্মাদ হয়ে ওঠে তার একুশ বছরের প্রতিবাদী দেহখানি। চিৎকার করে 'বাঁচাও, বাঁচাও। 'বুড়ি ছুটে আসে, 'বেশি ছেলেলিপনার দরকার নেই। তোর মতো ওরকম অনেক নেকিকে সিধে করেছি। তুই তো ছেলেমানুষ। পাঁচ হাজার টাকা দিয়ে তোকে কিনেছি, ভাবছিস এমনি ছেড়ে দেব। নেহাত চেহারাটা খুবসুরত আছে তাই এত টাকা খরচ করেছি। লোকে বলে খাসা মাল। তাই তোকে চোখে চোখে রেখেছি। বুঝলি। আমার ইচ্ছেরা এখন তোর বাঁচামরা। এখানে দশ রকমের খদ্দের আসে সকলের চাহিদা তোকে মেটাতে হবে, চেঁচামেচি করে কোনো লাভ হবে না, নেহাত খুবসুরত আছিস বলেই এতকটা টাকা খরচ করেছি নয়তো অন্য মেয়েগুলোকে কিনতে আমার হাজার দুহাজারের বেশি লাগেনি। লক্ষ্মী হয়ে থাকবি, কথা শুনবি তো তোর ভালোই হবে, নয়তো মরবি তিলে তিলে।"[১২]

অবশেষে ভগবানের কৃপায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এগিয়ে এসে বিলোরিস এবং তার সঙ্গি-সাথীদের উদ্ধার করে। তারা আবার ফিরে আসে শিলং এর নিজ মাতৃভূমিতে। দীর্ঘদিন পরে জন্মভূমির জাসাই নদীর কলতান, পাইনের ঝিরঝিরে হাওয়া— মা-ভাই-কন্যার মুখ, সে যে কোনদিন আর দেখতে পাবে তা ভাবতেই পরেনি। সে দৌড়ে নেমে যায় ঝর্ণায়। লেখিকার ভাষায়, -

"বিলোরিস মাথা পেতে দেয় সেই ঝর্ণা তলায়। ব্যর্থ জীবনের সব দাহ জুড়িয়ে যাক... সে শীতল হতে থাকে...। শান্ত হতে থাকে... নির্মল হতে থাকে...।"[১৩]

অন্যদিকে সুমন্ত রিটাকে বিয়ে করেছে কিন্তু সংসারে সুখি নয় দুজন। এই ক্লান্তিকর, অস্বস্তিপূর্ণ জীবনে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলার জন্য সুমন্ত রিটাকে নিয়ে আসে চেরাপুঞ্জিতে। শিলং পিকের সামনে যেতে যেতে সুমন্ত ভাবতে থাকে যে করেই হোক যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ জায়গা পার হতে হবে। লেখিকা বলেছেন, -

> "সুমন্তর মনটা কেমন নস্টালজিক হয়ে ওঠে। বাঁপাশে জাসাই নদী, নদীর কুলু কুলু শব্দ কানে এসে ধাক্কা দেয়। কোনোমতে পার হয়ে যেতে হবে এ পথটুকু। মনের কোণে উকি দেয় সে। হঠাৎ যদি মুখোমুখি হয়ে। যায়। হঠাৎ যদি তাকে দেখে ছুটে আসে? চিন্তা করতে পারে না সুমন্ত প্রচণ্ড প্রচণ্ড ভাবে গাড়ির স্পিড বাড়িয়ে দেয়।"[১৪]

কিন্তু ঠিক তখনই পাহাড়ের তির্যক বাঁক ঘুরে বিদ্যুৎগতিতে ধাকা দেয় একটা কয়লার ট্রাক। মুহূর্তে সব ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায়, স্টিয়ারিং-এ মাথা রেখে পড়ে থাকে সুমন্ত, চতুর্দিকে রক্তে লাল। রিটা হত চৈতনা; তবে তার আঘাত ততটা হয়নি। শেষে লোহা কেটে গ্রামের মানুষরা সুমন্তের ক্ষতবিক্ষত দেহটা বের করে জাসাই নদীর তীরে সবুজ মখমলের মতো ঘাসের উপর রাখা হয়। গ্রামের অনেকেই সুমন্তকে চেনে ফেলেছে। আর এক্সিডেন্টটিও হয় ঠিক বিলোরিসরে বাড়ির সামনে। বিলোরিস এ খবর পেয়ে দৌড়ে এসে সবুজ পুরু ঘাসে শায়িত সুমন্তের রক্তাক্ত দেহের ওপর আছড়ে পড়ে। তার সন্তান লিলিকে কুলে নিয়ে সুমন্তকে পরিচয় করিয়ে দেয়। এই দৃশ্যটি লেখিকা খুব সুন্দর ভাবে বর্ণনা করেছেন,

> "সুমন্ত তার অর্ধনিমিলিত চোখ দুটো বহুকষ্টে কুঁচেকে যাওয়া রক্তমাখা দুটি ঠোঁটে দিন শেষের অস্তরাগের মতো একটু হাসির রেখা দেখা দিয়ে আবার মিলিয়ে যায়।"[১৫]

এভাবেই চিরদিনের মতো থেমে যায় সুমন্তের জীবন। রিটা শেষ পর্যন্ত বিলোরিস ও লিলিকে দেখে সুমন্তের প্রতারণায় ইতিহাস বুঝে যায়। ক্রোধে সে সুমন্তকে রেখে বাড়ি ফিরে যায়।

বিলোরিস তার জাইনসেম জাসাই নদীর ঝর্নার জলে ভিজিয়ে এনে পরম মমতায় সুমন্তের মুখ মুছিয়ে দেয়, রক্তের ধারা ধুয়ে দেয়, বিলোরিস জীবনে বঞ্চিত হয়েছে ঠিক কিন্তু সুমন্তের পরিণতি আজ এমন হোক তা সে কখনো চায়নি। সে দীর্ঘ ব্যথায় সাগর পাড়ি দিয়েছে সত্য, তবুও সুমন্ত তার ভালোবাসার ধন। সুমন্তকে সে পায়নি কিন্তু তার মেয়ে প্রেমিকে নিয়ে হেঁটে যাবে এই শিলং পিকের পথেই, তার গলায় থাকবে নতুন দিনের নতুন গান। মায়ের পরাজিত জীবনের পরিপূর্ণতা এনেদেবে লিলির প্রতিষ্ঠা।

লেখিকা অঞ্জলি লাহিড়ীর সহজ সৃষ্টিশৈলী পাঠককে স্বপ্নময় কল্পনা থেকে শাশ্বত সত্যের পথে ধাবিত করে। বিলোরিস এমন এক চরিত্র যে লেখিকার জীবন অভিজ্ঞতা ও জীবনবোধের বাহক। বিলোরিস চরিত্রে শিল্পী ব্যক্তিস্বরূপের উদ্ঘাটনে, চরিত্রের সীমাবদ্ধতা শক্তি ও দুর্বলতা দুয়েরই প্রকাশ করেছেন। চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণে লেখিকার শিল্পীমনের শ্রেষ্ঠ্যতা প্রতিপন্ন হয়েছে বিলোরিসের মধ্যে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, সুতপা (সম্পাদিত), বাঙালি মেয়ের ভাবনামূলক গদ্য, প্রকাশক-যুধাজিৎ সেনগুপ্ত, সাহিত্য আকাদেমি, চতুর্থ মুদ্রণ, ২০১১, কলকাতা - ৭০০০৬০, পৃ. ৪৫
২. লাহিড়ী, অঞ্জলি, বিলোরিস, গুয়াহাটি, ভিকি পাবলিশার্স, ২০১০, উৎসর্গ অংশ।
৩. লাহিড়ী, অঞ্জলি, বিলোরিস, গুয়াহাটি, ভিকি পাবলিশার্স, ২০১০, আমার কথা অংশ।
৪. চক্রবর্তী, প্রশান্ত ও কান্তারভূষণ নন্দী (সম্পাদিত), ফিণিক্স পত্রিকা, ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৪১৯ বাংলা, পৃ. ৯১
৫. লাহিড়ী, অঞ্জলি, বিলোরিস, গুয়াহাটি, ভিকি পাবলিশার্স, ২০১০, পৃ. ৯৪
৬. তদেব, পৃ. ৩৯
৭. তদেব, পৃ. ৩৯
৮. তদেব, পৃ. ৪১

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - iv, Issue - iv, October 2024, TIRJ/October 24/article - 28
Website: https://tirj.org.in, Page No. 200 - 207
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৯. তদেব, পৃ. ৪১
১০. তদেব, পৃ. ৯
১১. তদেব, পৃ. ৪৬
১২. তদেব, পৃ. ৭১-৭২
১৩. তদেব, পৃ. ৮০
১৪. তদেব, পৃ. ৯১-৯২
১৫. তদেব, পৃ. ৯৪

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

অঞ্জলি লাহিড়ী, বিলোরিস, গুয়াহাটি-৫, প্রথম ভিকি পাবলিশার্স সংস্করণ, ২০১০

সহায়ক গ্রন্থ :

অরূপ পাল (সম্পাদিত), বাংলা কথাসাহিত্যে নারী, প্রকাশক - দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, ফেব্রুয়ারি, ২০২১, কলকাতা - ৭০০০০৯

অরূপ পাল ও নিত্যানন্দ দাস (সম্পাদিত), বাংলা ছোটগল্পে বৈচিত্র্যের সন্ধান : পাঠকের দৃষ্টিতে, প্রকাশক- গুণেন শীল, পত্রলেখা, প্রথম প্রকাশ, এপ্রিল ২০২২, কলকাতা ১১৮।

আশিষরঞ্জন নাথ (সম্পাদিত), প্রবাহ পত্রিকা, বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ১, জ্যৈষ্ঠ ১৪২৯, প্রকাশক - সুপর্ণা নাথ, হাইলাকান্দি।

উষারঞ্জন ভট্টাচার্য, স্মরি বিস্ময়ে, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ২০১৮, কলকাতা ৭০০০৯১

তপোধীর ভট্টাচার্য (সম্পাদিত), আশাপূর্ণা: নারী পরিশর, প্রকাশক- দেবাশিস ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা, ২০০৯, কলকাতা ৭০০০০৯

প্রশান্ত চক্রবর্তী ও কান্তারভূষণ নন্দী (সম্পাদিত), ফিণিক্স পত্রিকা, ষষ্ঠ সংখ্যা, বৈশাখ, ১৪১৯, গুয়াহাটি।

প্রসূন বর্মন ও মৌমিতা পাল (সম্পাদিত), নাইনথ কলাম (উত্তরপূর্ব ভারতের নারী-রচনা), গুয়াহাটি ৭৮১০০৭

বিপুল পাল ও অরূপ পাল (সম্পাদিত), প্রকাশক, দেবাশীষ ভট্টাচার্য, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, কলকাতা বইমেলা, ২০২২, কলকাতা - ৭০০০০৬

রাধামাধব মণ্ডল, দেহজীবীর উপাখ্যান, বার্ণিক প্রকাশন, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা বইমেলা ২০২২, কলকাতা।

শুক্লা ঘোষাল (সম্পাদিত), বঙ্গে নারী নির্যাতন ও নারীর উত্থান, আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ, এপ্রিল ২০১১, কলকাতা ৭০০০১৪

সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারত সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ পাবলিশার্স, অষ্টম মুদ্রণ, শ্রাবণ ১৪২০, কলকাতা-৭০০০০৪